দেবীমহিমা

নিঃশব্দ সরীসৃপের গতিতে সাদা লিমোসিনখানা ক্লাব বিল্ডিং-এর ড্রাইভ-ওয়ে পার হয়ে অর্কিডে সাজানো পোর্টিকোয় এসে থামলো। শফার সসম্ভ্রমে গাড়ির দরজা খুলে দিতে এলাকার বড়গিন্নী মিসেস সারখেল, মেজগিন্নী মিসেস বাজপেয়ী ও আরও দু'জন ওজনভারী গিন্নী দ্বারা পরিবৃত হয়ে মিসেস প্যামি রে গাড়ি থেকে অবতরণ করলেন। শ্যাম্পু করা ফাঁপানো চুল, ডানামেলা বাজপাখী আকারের গগল্‌স্‌ ও হেভী মেকআপে ঢাকা মুখ, লিপস্টিক রাঙানো রক্তোজ্জ্বল অধরোষ্ঠে বরাভয়ের সুপ্রশস্ত হাসি। সমবেত গিন্নীরা ত্বরায় এগিয়ে এসে ফুলমালায় নমস্কারে সাদর অভ্যর্থনা জানালো তাঁকে। ক্লাবের মুখ্য হলঘরের এক অংশে আসর ও খানাপিনার ঢালাও আয়োজন। অন্যদিকে নানাবিধ হাতের কাজের প্রদর্শনী, ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জমেণ্ট, ম্যাক্রম, বাটিক ও ড্রাই ডেকরেশনের কারিকুরি।

"বসুন", প্যামি রে মধুর হেসে আজ্ঞা দিলেন।

গিন্নীরা যে যার ওজন মত কর্তাদের পদ-মান-মাইনে বুঝে নিজের নিজের ধার্য চেয়ারে উপবেশন করলেন। অবশ্য সব মহিলারাই যে সে ঘরে উপস্থিত ছিলেন এমন নয়। সম্ভবও নয় তা। করিডরের ওপাশে আধডজন খানেক আভনের সামনে সামোসা ও গুলাবজামুনে বোঝাই পরাত আগলে বসে আছে ক'জন। খাবারগুলো গরম বানিয়ে দোকান থেকে দিয়ে গেছে এইমাত্র। বড়গিন্নী মিসেস সরখেল পই পই করে বলে দিয়েছেন যে পরিবেশনের সময় সেগুলো যেন পাইপিং হট থাকে। কিন্তু সে কখন?

খাওয়াদাওয়া ছাড়া সামান্য মনোরঞ্জনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। তার সময় মোটামুটি জানা আছে। কিন্তু আসল সমস্যা প্যামি রে'র ভাষণ। উনি সমাগত মহিলাদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলেন - কিছু বলবেনই,

সেটাই রেওয়াজ - তবে তা কতক্ষণ চলবে তার ধারণা নেই কারও। তাছাড়া খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা প্যামি রে কখন সারতে চাইবেন, প্রদর্শনীর আগে কিংবা পরে নাকি প্রদর্শনী দেখে নিয়ে জলযোগ সেরে তারপর পুরস্কারপ্রাপ্ত মহিলাদের নাম ঘোষণা করবেন কে জানে।

সর্বাণি আভনের সামনে দাঁড়িয়ে চিন্তিত মুখে এইসবই মনে মনে চিন্তা করছিল এমন সময় হঠাৎ আঁচলে টান পড়ায় চমকে মুখ তুলে চাইলো। ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে মুখ নিয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে মিসেস রক্ষিত। এলাকার হোমরাচোমরা গিন্নীদের কেউ নয়, অধস্তন কোন কর্মীর বউ। তবু এলাকার সকলেই ভাল করা চেনে তাকে। এলাকার বাইরেও। রেবা রক্ষিত সুকণ্ঠী, সুগায়িকা, রেডিও আর্টিস্ট। বিদুষী। আজ সন্ধ্যায় রে দম্পতির সম্মানে যে বিপুল ভোজোৎসবের আয়োজন হয়েছে সেখানে কণ্ঠসঙ্গীতের বারোআনা প্রোগ্রাম রেবা রক্ষিতের একার। হঠাৎ তাকে এরকম অবস্থায় দেখে চমকে উঠলো সর্বাণি।

সে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই রেবা রক্ষিত ফিস্‌ফিস্‌ করে কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, "একটু বাইরে আসুন।"

পরপর ক'খানা ঘর পার হয়ে একেবারে অন্যপ্রান্তের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো দু'জনে। দেয়াল ঘেঁষে।

রেবা ফুঁপিয়ে কেঁদে বললো, "দিদি আমায় বাঁচান।"

"কি, কি হয়েছে? এমন করছেন কেন?"

"দিদি, আমি এক্ষুনি এ শহর ছেড়ে চলে যেতে চাই। প্লীজ, আপনার পায়ে ধরছি।"

"সেকি, আজকের ফাংশানের জন্যে এতো খাটলেন, এখন চলে যাবেন কি? বিকেলে অতগুলো গান গাইতে হবে আপনাকে।"

"না, দিদি। আজ আমি কিছুতেই যাবো না। আপনি জানেন না আমার কি বিপদ."

"আপনি বলুন তো ব্যাপারটা কি ! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

সেখানে সেই বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে সর্বাণি রেবা রক্ষিতের

অদ্ভুত কাহিনী শুনে গেল।

অনেক বছর আগের ঘটনা নাকি। রেবা তখন বিহারের কোন কলেজে পড়ে। ওদেরই ক্লাসে পড়ে প্রমীলা পাকড়াশি। বয়সে অনেক বড়। বহুবার ফেল হয়ে রেবাদের সমসাময়িক হয়েছে। পাকড়াশিরা সে তল্লাটের ডাকসাইটে বড়লোক। ঢালাও ব্যবসা তাদের, শুধু বিহার নয়, পুরো পূব দিক জুড়ে। অভ্র, কয়লা থেকে শুরু করে মশলাপাতির হোল-সেল, পাইকারী দোকানপাট কিছুই বাদ নেই। পারিবারিক ব্যবসার মূল কর্ণধার প্রমীলার বাবা যতীন পাকড়াশি। টাকার আণ্ডিল। সে টাকার হিসেব করতে মাথা ঘুরে যায় ছাপোষা মানুষের। সেই যতে পাকড়াশির মেয়ে প্রমীলা। তবে টাকাওলা বাপের মেয়ে হলে কি হবে, উপর-তলা একেবারে ঢু ঢু। ডজন খানেক টিউটর রেখেও সব সাবজেক্টে গোল্লা পায় প্রতিবার। বছরের পর বছর কলেজের মাইনে গোনাই সার। কলেজের আর সেই একডজন টিউটরের। সেবছর রেবাদের সঙ্গে আবার পরীক্ষা দেবে।

রেবা হস্টেলে থাকতো। বাড়ির অবস্থা তেমন ভাল নয়। স্কলারশিপ পেয়ে পড়াশোনা চালিয়ে এসেছে বরাবর। এছাড়া গানের প্রোগ্রাম থেকেও মাঝে মাঝে টাকা পেত কিছু কিছু। বইপত্তর কেনাকাটা ও অন্যান্য হাতখরচ চলে যেতো।

পরীক্ষা শুরু হল। প্রথম দিন ইংরিজী। নির্দিষ্ট সময়ে ক্লাসরুম খুলে পরীক্ষার্থীদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হল। নিজের নিজের রোল নম্বর খুঁজে সিটে বসেছে যে যার। ঘণ্টা বাজলো। আগে ওয়ার্নিং বেল, তারপর আসল ঘণ্টা। খাতা বিলি হয়ে গেছে, প্রশ্নপত্র দেওয়া হবে এবার। রেবা নিজের খাতায় রোল নম্বর, সাবজেক্ট ইত্যাদী লেখনীয় জিনিসগুলো ভরছে। হঠাৎ ভারী জুতোর মস্ মস্ শব্দে চোখ তুলে দেখে প্রমীলা। এইমাত্র এলো। মুহূর্তে সকলের দৃষ্টি তার দিকে - তার পায়ের দিকে গেল। তঁতের শাড়ি পরনে। সদ্য স্নান করে এসেছে, ভিজে এলো চুল ছড়িয়ে রয়েছে পিঠময়। দু'পায়ে বিরাট বিরাট বুট জুতো। সাধারণ বুট নয়, একেবারে অ্যাঙ্কল বুট। বড়লোক হলেও সাজে পোশাকে অতি সাদাসিধে প্রমীলা। স্বভাবে ও চালচলনেও সরল ও বেশ কিছুটা নির্বোধ মত। আজ তাই তার এই অপরূপ বেশবাসে বিস্মিত

হতচকিত হল সবাই। তবে সে ভাবটা প্রকাশ করল না কেউ। বিশেষত তখনি প্রশ্নপত্র বিলি হতে তাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়লো সবাই।

রেবার সামনের দিকে একটা সিটে বসেছিল প্রমীলা। খাতায় ঘাড় গুঁজে একমনে লিখে যাচ্ছে রেবা। কোনদিকে হুঁশ নেই তার। লেখাপড়ায় বরাবরই খুব ভাল সে, তার উপর ইংরিজী তার সবচেয়ে প্রিয় সাবজেক্ট। কোনদিকে দৃকপাত না করে একটার পর একটা উত্তর লিখে যাচ্ছে, হঠাৎ অদূরে বকাবকি কান্নার শব্দে মনযোগ খণ্ডিত হল। সে ঘরের বাঁধা ইনভিজিলেটরকে রিলিভ করতে এসেছিলেন সুষমা পণ্ডিত। কলেজের সবচেয়ে রাশভারি আর স্ট্রিক্ট লেকচারার। সেই সুষমাদিই চোখ পাকিয়ে একনাগাড়ে বকে চলেছেন প্রমীলাকে। প্রমীলা খালি পায়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছে। দু'পাটি বুট জুতো বিক্ষিপ্ত পড়ে রয়েছে ওর পায়ের কাছে। হাতে লেখা কাগজের গোছা উঁকি মারছে তা থেকে।

সুষমাদি প্রমীলার ডেস্ক হাতড়ে আরও কাগজের গুচ্ছ উদ্ধার করে নীচু হয়ে জুতো জোড়া হাতে তুলে নিয়ে বললেন, "তোমরা সবাই স্বচক্ষে' দেখেছ। মিস মিত্র, আপনিও সাক্ষী। আপনি প্রিন্সিপালকে ডেকে আনুন। এ সমস্ত এভিডেন্স ইউনিভার্সিটিতে পাঠাতে হবে সাক্ষীদের সিগনেচার শুদ্ধু। ছিঃ ছিঃ, ভদ্রঘরের মেয়ে হয়ে এরকম আঁটঘাট বেঁধে চুরি করতে ঘেন্না করে না?"

প্রমীলা এতক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। সুষমাদির কথা শেষ হতেই ছিটকে ওঁর পায়ের উপর পড়ে মাথা ঠুকতে লাগলো, "এইবার শুধু ছেড়ে দিন দিদি। এই আপনার সামনে নাকে খত দিচ্ছি, আর কক্ষনো করবো না।" দু'হাতে নিজের দুটো কান ধরে কাকুতি মিনতি করতে লাগল প্রমীলা।

মিস মিত্র বললেন, "এবার না হয় ছেড়ে দিন।"

সুষমাদি বললেন, "তা হয় না। ডিসিপ্লিন বলে একটা কথা আছে।"

করিডোরের অন্যপ্রান্ত থেকে সুতীক্ষ্ণ চাপা গলায় ডাক শোনা গেল, "সর্বাণি শীগ্গির এসো।"

সর্বাণি ঘাড় ফিরিয়ে দেখে তিন চারজন মহিলা ব্যাকুল ভাবে হাত নাড়ছে। ওদিকে যাবার উপক্রম করতে রেবা রক্ষিত ওর হাত চেপে ধরলো, "আমাকে বাঁচান দিদি! আমার স্বামী বাড়ির বড় ছেলে, ভাইরা এখনও নিজের পায়ে দাঁড়ায়নি। তিন ননদের বিয়ে বাকী। ওর চাকরী গেলে গোটা সংসারটা ভেসে যাবে। আমাকে স্টেজে গান গাইতে দেখলে প্রমীলা নির্ঘাত চিনতে পারবে।"

"প্রমীলা?"

"হ্যাঁ দিদি। ওই তো এখন প্যামি রে হয়েছে। দেখে চেনার জো নেই। কিন্তু উনি তো আমায় চিনবেন এবং ওঁকে যে আমি চিনি, ওঁর সেই আগের পরিচয় জানি বিশেষ করে সেই ঘটনাটা, তা নিশ্চয় ভাল লাগবে না ওঁর।"

"সর্বাণি, প্লীজ হারি ----।"

"এই যে এক্ষুণি আসছি। মিসেস রক্ষিত, আপনি সোজা সিক কোয়ার্টারে চলে যান। আমার স্বামীর চেম্বারে। আমি এক্ষুণি সেখানে আসছি।"

আভনের সারির সামনে মহিলারা ব্যাকুল ভাবে ঘোরাফেরা করছে। সর্বাণিকে দেখে উত্তেজিত কণ্ঠে একজন বললো, "দ্যাখ তো সমোসাগুলো বেশী ভাজা হয়ে যাচ্ছে না তো। প্যামি রে'র স্পীচ শুরু হতে আভনে দিয়েছিলাম। আধঘণ্টার উপর হয়ে গেল। ----"

"বার করে রাখলে হয়?"

"ঠাণ্ডা হয়ে যাবে না?"

"পোড়া সামোসার চেয়ে ঠাণ্ডা সামোসা ভাল।"

"আমার ভাই কিরকম ভয় ভয় করছে। মিসেস সারখেল এত করে বলে দিয়েছেন যেন কোথাও এতটুকু খুঁত না থাকে।"

"সত্যি, এঁরা শুনেছি দারুণ খুঁতখুঁতে। দামোদরনের কাহিনী শুনেছ তো?"

"কি হয়েছিল?"

"রিপোর্ট খারাপ পেয়েছিল। পরপর তিনবার সুপারসিডেড হয়ে চাকরি ছেড়ে দিল। সবাই বলে ওর মুঙ্গেরে থাকা কালে রে' দম্পতি

ওখানে গেছিল ইন্‌স্‌পেক্‌শনে। খাতির যত্ন হয়নি নাকি ঠিক মত। শুধু তাই নয়, পাঁচদিন মেসে থাকার খরচ খরচার জন্যে বিল দিয়েছিল রে'কে।"

"ওমা সে কি?"

"নিজের গলায় নিজে কোপ দিয়েছে বল।"

"দামোদরন নাকি বিলের কথা জানতো না। মেসের এক অগামার্কা নতুন কেরানীর কীর্তি সেটা। খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছিল দামোদরন। অনেক হাতে পায়ে ধরেছিল। কিন্তু ভবি ভোলেনি।"

সারখেলও তো গতবার প্রোমোশন পেলো না। দ্যাখো এবার কি হয়?"

"সারখেল গিন্নী সেইজন্যেই তো এমন উঠে পড়ে লেগেছে। প্যামি রে'কে তোয়াজে আদরে বিমুগ্ধ করে দেবে।"

"সেরেছে। সামোসাগুলো নষ্ট হলে মিসেস সারখেল একেবারে কচকচিয়ে চিবিয়ে খাবে আমাদের।"

"আর সারখেল আমাদের কর্তাদের বারোটা বাজাবে। অ্যানুয়াল রিপোর্টের সময় তো এগিয়ে আসছে !"

"এতক্ষণ ধরে কি বক্তৃতা দিচ্ছেন প্যামি রে?"

"নিরামিষ চিকেন কারির রেসিপি পড়ে শোনাচ্ছেন। এই দুর্মূল্যের বাজারে কি করে মানিয়ে চলা যায় বাজেট না ডিঙিয়ে, তারই উপায় বাতলে দিচ্ছেন।"

"একগোছা কাগজ ধরে আছেন হাতে। তার মানে আরও অনেক কিছুর রেসিপি নিশ্চয়ই ----।"

"শোনো, আমি কিন্তু সমোসাগুলো বার করে রাখছি ----।"

সর্বাণি উঠে এসে ঘরের এক কোণে রাখা টেলিফোন থেকে একটা নাম্বার ডায়াল করলো।

ওপাশে সাড়া পেয়ে বললো, "আমি মিসেস গুহ বলছি। ডক্টর গুহর সঙ্গে কথা বলতে চাই। খুব দরকার।"

"সাহাব তো মেস মে গয়ে হ্যাঁয়।"

"মেস মে গয়ে হ্যাঁয?"

"জী হ্যাঁ, মেস কে কিচেন মে হ্যাঁয।"

সর্বাণি পার্শ্ববর্তিনীর হাতে নিজের করণীয় কর্তব্যগুলো সঁপে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলো। পাশের বিল্ডিংটাই মেসবাড়ি। ডক্টর গুহকে খুঁজে বার করতে দেরী হল না। টেলিফোনে লোকটা ঠিক খবরই দিয়েছিল। মেসের রান্নাঘরে গনগনে উনোনে বড় বড় ডেকচি ও কড়াইয়ে রান্না বসেছে। সিনিয়র মেডিক্যাল অফিসার সমীর গুহ একাগ্রমনে মেসের কুকদের রান্নাবান্না পরিদর্শন করছেন।

সর্বাণি কাছে গিয়ে ডাক দিতে চমকে উঠে বললেন, "তুমি এখানে কি করছো?"

সর্বাণি পাল্টা প্রশ্ন করলো, "তুমিই বা এখানে কি করছো?"

আত্মসচেতন ভাবে হাসলেন ডক্টর গুহ ----,"দেখতেই তো পাচ্ছো। পার্টির রান্নাবান্না তদারক করছি।"

সর্বাণি কি একটা বলতে গিয়ে চেপে গেল। বললো, "শোনো, একটা খুব জরুরী কথা ছিল। একটু বাইরে এসো।"

"এখন? অসম্ভব। সারখেল পই পই করে বলে দিয়েছে রান্নাবান্না সব যেন চোখের সামনে হয়। গাজরের হালুয়ায় সবটুকু ক্ষীর দিল কিনা, পোলাউয়ে ঘি গরমমশলা ঠিকমত পড়লো কিনা সে সব দাঁড়িয়ে না দেখলে কোথা থেকে কি পাচার করে দেবে।"

সর্বাণি আরক্ত মুখে বলে, "ডেকে দেখাতে হয় আমার শাশুড়ি ঠাকরুনকে। সেবার আমার অসুখের সময় দু'দিন ভাতেভাত ফুটিয়ে খেয়েছিলে বলে এখনও কথা শুনতে হয় আমায়।"

সমীর গুহ পাঁচক ঠাকুরের কান বাঁচিয়ে ক্রুদ্ধ চাপা গলায় বললেন, "এ সব করছি কি আমার জন্যে? আমি ব্যাচেলার হলে সারখেলকে মুখের উপর বলে দিতাম যে এসব কাজ আমার দ্বারা হবে না। চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে লেহ্ বা উত্তরলাই কোথাও ট্রান্সফার করে দিলে কিছুই এসে যায় না আমার। যেখানেই অফিস আছে , অফিসার্স মেসও আছে। তখন তুমিই তো নাকে কাঁদবে ফ্যামিলি কোয়াটার্স নেই, ছেলেমেয়ের স্কুল নেই, শহর বাজার লোকালয় নেই। তুমি ওদের নিয়ে ঝাড়গ্রামে আমাদের

দেশের বাড়িতে তিন বছর কাটাতে রাজী থাকো তো এক্ষুণি আমি সারখেলকে উচিত কথা শুনিয়ে দিচ্ছি।

সর্বাণি ম্লান মুখে বলে, "থাক অত বীরত্ব দেখাতে হবে না।"

মেস থেকে বেরিয়ে সিক কোয়ার্টারে গিয়ে দেখে ওয়েটিংরুমে এক কোণে ফ্যাকাশে মুখে বসে আছে রেবা রক্ষিত। হাত নেড়ে ওকে অপেক্ষা করতে বলে পাশের কামরায় ঢুকলো সর্বাণি।

ডক্টর ডিসুজা ওকে দেখে সরবে আভ্যর্থনা জানালো, "এই যে ভাভিজী, আসুন ! কি ব্যাপার? আপনাদের লেডীজ ক্লাবে তো এখন জোরদার ফাংশন হচ্ছে, আপনি যে সব ছেড়ে এখানে? অসুখবিসুখ করলো নাকি হঠাৎ? দেখে তো মনে হচ্ছে না !"

"ভীষণ বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি ভাই। একটা কিছু উপায় করতেই হবে তোমাকে। আর কারো দ্বারা এ কাজ হবে না।"

সবে পাস করে নতুন চাকরিতে ঢুকেছে ডিসুজা। ভারি আমুদে আর দিলদরাজ ছেলে। এলাকার সকলেই খুব পছন্দ করে। সর্বাণি সব কথা খুলে বললো। পাশের ঘর থেকে রেবা রক্ষিতকেও ডেকে আনলো। গম্ভীর মুখে ঘস্‌ঘস্‌ করে প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌ লিখে রেবার হাতে দিয়ে ডিসুজা বললো, "এই ওষুধগুলো নিয়ে যান তবে খাবার দরকার নেই। পনেরো দিনের কোয়ারেনটাইন। মনে রাখবেন ভারী ছোঁয়াচে এই রোগ আর ক্ষেত্রবিশেষে দারুণ বিপজ্জনক।"

মিসেস রক্ষিতকে বিদায় জানিয়ে সর্বাণি দ্রুত পায়ে ক্লাবে ফিরে গেল। ভাষণের শেষে খানাপিনায় ব্যস্ত সবাই। উদ্ভাসিত মুখে প্লেট হাতে খেতে খেতে প্যামি রে মধুর বচনে তুষ্ট করছেন আপামর জনতাকে। সমবেত মহিলারা আকর্ণ কৃতার্থ হাসিতে বিগলিত মুখে চেয়ে রয়েছে তাঁর পানে। রাশভারী স্বভাবের জাঁদরেল মহিলাবৃন্দকে যেন চেনাই যায় না আজ।

দুপুরে এখুনি আবার লাঞ্চের পার্টি আছে মেসে। একটু বিশ্রাম নিয়ে বেশবাস পালটে সেখানে যাবেন প্যামি রে। অল্প একটু বিরতির পর। তাঁকে নির্দিষ্ট কক্ষে পৌছে দিয়ে ফিরে এলেন মিসেস সারখেল। মহিলারা

বিদায় নিলেন। এঁদের মধ্যেও কেউ কেউ লাঞ্চে নিমন্ত্রিত, কর্তাদের পদ-মান অনুযায়ী। তাঁরাও বাড়ি গিয়ে আরেক দফা নিজেদের মেজে ঘষে নেবেন চটপট।

মিসেস সারখেল গাড়িমুখো হতে সর্বাণি তাঁর কাছে এগিয়ে এলো, "একটু দরকার ছিল।"

"বলুন," তির্যক দৃষ্টিতে নিজের হাতঘড়ির পানে চাইলেন সারখেল গিন্নী।

"মিসেস রক্ষিত হঠাৎ ভারি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ----।"

"হোয়াট ডু ইউ মীন? আজ রাত্রে চারখানা গান আছে তার ----।"

"জার্মান মিজ্‌ল্‌স্‌। সিক কোয়ার্টারে কোয়ারেণ্টাইন করে রেখেছে।"

"হোয়াট ননসেন্স! গান তাকে গাইতেই হবে। মিজ্‌ল্‌সের আর সময় পেলো না। চলুন দেখছি ----," মিসেস সারখেল গাড়ির দিকে ইশারা করলেন।

"আজ্ঞে জারমান মিজ্‌ল্‌স্‌ দারুণ ছোঁয়াচে, বিশেষত মেয়েদের পক্ষে সাংঘাতিক বিপজ্জনক। আমার ছোটপিসিমা ওই রোগেই মারা যান।"

"মিজ্‌ল্‌সে?"

"হ্যাঁ, জার্মান মিজ্‌ল্‌সে। পেটে বাচ্চা ছিল, টের পাননি আগে। মারা যেতে তখন সবাই জানলো সে কথা।"

মিসেস সারখেল অবজ্ঞাভরে শ্রাগ করে বললেন, "আমার সে সব ভয় নেই। হ্যারি আট বছর আগেই ভ্যাসেক্টমি করিয়ে নিয়েছে।"

"আমার ছোটপিসিমা টিউবেক্টমি করেছিল। ওসব কিছুই বলা যায় না। সায়ান্স ইজ নট পারফেক্ট। বিশেষ করে মেডিক্যাল সায়ান্স।"

মিসেস সারখেল ভুরু কুঁচকে কি যেন চিন্তা করছেন।

আর একজন মহিলা সর্বাণির গায়ে ঠেলা দিয়ে টিপ্পনী কাটলো, "মেডিক্যাল সায়ান্সের কথা আর বোলো না, বিশেষত এইসব ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর ব্যাপারে। ভোপালে থাকতে আমাদের এক নে'বার ছিল। একপাল ছেলেমেয়ে। পাড়াপ্রতিবেশীরা তাদের কি নাম দিয়েছিল জানো?

নসবন্দীরাম, পিল্‌বতী আর লুপিন্দর। প্রথম দু'টো বাচ্চা ছাড়া সবকটাই নাকি লাল ত্রিকোনের কেরদানির ফল। একেবারে ওপেন সিক্রেট এসব।"

মিসেস সারখেলের ভ্রুকুঞ্চিত মুখমণ্ডলের পানে আড়চোখে চেয়ে সর্বাণি আগের কথার খেই ধরে বললো, "কাজেই কিছু বলা যায় না। মেয়েমানুষের যতদিন বয়স আছে এ ভয়ও অল্পবিস্তর থাকবেই তা সে যতই প্রিকশান নিক না কেন। আজ রাতের ফাংশনে বরং মিসেস ত্রিপাঠি তার দলবল নিয়ে কাওয়ালিটা গাইতে পারে। হাজবেণ্ডস্ নাইটে দারুণ জমেছিল। কস্টিউমগুলোও রেডী আছে সব। কিছুই করতে হবে না। বড়জোর গ্রীনরুমে বসে ফাংশন শুরু হবার আগে আর একবার ঝালিয়ে নেওয়া।"

মিসেস সারখেল নিরুত্তরে গাড়িতে উঠলেন। ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে দিল। গাড়ি সোজা রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল বড়কর্তার বাংলোর দিকে।

সর্বাণি দ্রুতপায়ে ক্লাববাড়িতে ফিরে গেল। টেলিফোনের রিসিভার তুলে সিক কোয়ার্টারের নাম্বার ডায়াল করতেই অন্যপ্রান্তে ডিসুজার কণ্ঠ শোনা গেল।

সর্বাণি চাপা গলায় আর্তনাদ করে উঠলো, "সর্বনাশ হয়েছে। সারখেল গিন্নী ওকে দেখতে চায় ----।"

"কখন?"

"উপস্থিত বাড়ি গেছে। এক্ষুণি তো লাঞ্চ হবে আর আধঘণ্টাটেকের মধ্যে। কে জানে লাঞ্চের পর হয়তো গিয়ে হাজির হবে ----।"

"হুম্। কোই বাত নেহী। আমি তার আগেই ওকে পাচার করে দেবো।"

"কোথায়?"

"ওর স্বামী ওকে নিয়ে ক্যাম্পের বাইরে কোথাও চলে যেতে পারে। আত্মীয়স্বজন কেউ না কেউ আছে নিশ্চয় কাছেপিঠে তবে তার ঠিকানা আমাদের দিয়ে যাবার দরকার নেই। পনেরো দিন তো ঘরে বন্ধ থাকবে মিসেস রক্ষিত, ঘরসংসার বাচ্চাদের দেখাশোনা করবে কে? তাছাড়া এ রুগীকে ক্যাম্পে রাখা সেফ নয়, সিক কোয়ার্টারে টোটাল

আইসোলেশনের ব্যবস্থা যখন নেই। এক্ষেত্রে রক্ষিত যদি ক'দিনের ছুটি নিয়ে সপরিবারে অন্য কোথাও চলে যায়, কারো কিছু বলার নেই। কি বলেন ভাভিজী?"